East West University
EAST WEST
LIBRARY
43, Mohakhali, C/A

যুগান্তর —
২৪ মে, ২০০৯
পৃষ্ঠা — ৫
শ্রেণীসংখ্যা ০৭০.৪০৮

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

যুগান্তর
২৪.০৫.০৯ পৃ: ৫

সোয়াইন ফ্লু : ভয়ের কিছু নেই

চিকিৎসা

সোয়াইন ফ্লু নিয়ে সারাবিশ্বে এখনও আতংক বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞরা শুরুতেই ধারণা করেছিলেন, সোয়াইন ফ্লু সারাবিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং লাখ লাখ লোক মৃত্যুবরণ করতে পারে। সোয়াইন ফ্লু ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই বছরের এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে এই রোগের সতর্কতা মাত্রা (Alert level) পাঁচে উন্নত করে, যার অর্থ হল সোয়াইন ফ্লুর কারণে লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত হতে পারে, এই ফ্লু মহামারী আকারে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাইরেক্টর জেনারেল মার্গারেট চেন বিশ্বের সব দেশকে তাদের মহামারী প্রতিরোধ প্রস্তুতির পরিকল্পনা উজ্জীবিত ও সক্রিয় করার আবেদন জানিয়ে সংকট মোকাবেলায় সরকার ও ওষুধ কোম্পানিগুলোকে পর্যাপ্ত টিকা বা প্রতিষেধক এবং রোগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ওষুধ প্রস্তুতের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

সোয়াইন ফ্লুর উৎপত্তি মেক্সিকোতে হলেও পরবর্তী সময়ে আরও বেশ কয়েকটি দেশে সোয়াইন ফ্লুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে— যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানি, ইসরাইল, নিউজিল্যান্ড, স্পেন, অস্ট্রিয়া, যুক্তরাজ্যসহ আরও কয়েকটি দেশ। সোয়াইন ফ্লু সম্পর্কে এত প্রচার, সতর্কবাণী, ভীতি প্রদর্শন ও মহামারীর আশংকা নিয়ে প্রচার মাধ্যমগুলোর তৎপরতা সত্ত্বেও ব্যাপারটিকে আমি খুব একটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। সোয়াইন ফ্লু যে ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়বে বা লাখ লাখ মানুষ আক্রান্ত বা মৃত্যুবরণ করবে বলে আশংকা করা হয়েছিল, বাস্তবে তা ঘটেনি। সোয়াইন ফ্লু মহামারী আদৌ ঘটবে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। পাঠকবৃন্দ, বিশ্বে প্রতি বছর সাধারণ ফ্লুতে কম করে হলেও তিন থেকে পাঁচ লাখ লোক মারা যায়। সেসব মৃত্যুও শুধু ফ্লুর কারণে নয়। ফ্লুর সঙ্গে অন্য রোগের উৎপত্তির কারণও রয়েছে। স্মরণ করুন, সোয়াইন ফ্লুর আবির্ভাবের আগে ২০০৩ সাল থেকে বার্ড ফ্লু নিয়েও মহামারীর আশংকা করে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ওসেল্টামিভির (যার ব্র্যান্ড নাম হল ট্যামি ফ্লু)সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ওষুধ মজুদ করে রাখার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং অন্যান্য বহু সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকার ও সংগঠনকে পরামর্শ দিয়েছিল। আমি নিজেও মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছিল, বার্ড ফ্লুর কারণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ লাখ মানুষ মারা যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। মজার পরিসংখ্যান হল, বিশ্বে প্রতিদিন ৩ হাজার মানুষ ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। কিন্তু ২০০৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত সারাবিশ্বে বার্ড ফ্লুতে মারা গেছে মাত্র ২৫৭ জন। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না— বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকি বার্ড ফ্লুর কারণে মৃত্যুহারের চেয়ে আড়াই হাজার শতাংশ বেশি। এটা আমার কথা নয়, বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের কথা। সোয়াইন ফ্লুতে বিশ্বজুড়ে এ পর্যন্ত কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তা জানার জন্য যে কেউই Google Maps Swine flu Tracker ব্যবহার করতে পারেন। সোয়াইন ফ্লুতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা জানলে আমাদের আতংকিত হওয়ার বিশেষ কোন কারণ থাকবে না।

এবার বার্ড ফ্লু এবং সোয়াইন ফ্লুর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে একটু আলোচনা করি। ফ্লু বলতে আমরা বুঝি ইনফ্লুয়েঞ্জাকে। বার্ড ফ্লু হল ইনফ্লুয়েঞ্জা, যা পাখিকে সংক্রমিত করে। বার্ড ফ্লু সাধারণত 'এ' টাইপ ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জার এই ভাইরাসের ১৫টি সাবটাইপ রয়েছে, যার মধ্যে দুটি পাখিকে সংক্রমিত করে। এগুলো হচ্ছে— এইচ-৫ এবং এইচ-৭ সাবটাইপ। এ ধরনের একটি ভাইরাসের নাম এইচ-৫ এন-১ (H_5N_1) সাবটাইপ, যা বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের পোলট্রিকে আক্রমণ করে। অন্যদিকে সোয়াইন ফ্লুর মূল কারণও 'এ' টাইপ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, যা শূকরকে আক্রমণ করে। শূকরকে আক্রমণকারী এই ভাইরাসের নাম এ (এইচ-১ এন-১) বা $A(H_1N_1)$ সাবটাইপ যা এইচ-১এন-১-এর রূপান্তরিত সংস্করণ, যা সাধারণ বিশেষ কোন মৌসুমে মানুষকে আক্রান্ত করতে পারে। এই দুই ধরনের ভাইরাস দ্বারা শূকর যদি সংক্রমিত হয়, তখন এই ভাইরাস জিন বদলাবদলির মাধ্যমে নতুন এক ধরনের ভাইরাস তৈরি করতে পারে। এই মরণঘাতী ভাইরাসে সংক্রমিত কোন মানুষ থেকে অন্য কোন মানুষ সংক্রমিত হলে মৃত্যু হতে পারে। তবে মানুষ থেকে মানুষে এই ভাইরাসের ট্রান্সমিশন বা বিস্তার বেশি ঘটে না।

অন্যান্য বিশেষজ্ঞের মতো আমারও ধারণা, সত্যিকার বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লু বাস্তবে ঘটার সম্ভাবনা খুব বেশি না। তার অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে, যার কয়েকটি নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করতে পারি। আমরা অনেকেই জানি না, এইচ-১ এন-১ ফ্লু ভাইরাসের উৎপত্তি ১৯১৮ সালের স্প্যানিশ ফ্লু মহামারীর জন্য দায়ী ভাইরাসের রূপান্তরিত সংস্করণ থেকে। এই ভাইরাস রূপান্তরিত হয়েছে জেনেটিক মিউটেশন বা জিন বদলাবদলির মাধ্যমে। ভাইরাস প্রতিনিয়তই মিউটেশনের মাধ্যমে অন্য ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোন ওষুধ বা প্রতিষেধক কোন ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর নয়। এই ভয় থেকেই বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, ওষুধ উদ্ভাবনের আগেই লাখ লাখ মানুষ এসব ভাইরাসের কারণে মারা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা অন্য রকম। মাত্র কয়েক মাস আগে বিজ্ঞানীরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ১৯১৮ সালের মহামারীতে ১৮ মাসে বিশ্বব্যাপী যে চার থেকে পাঁচ কোটি মানুষ মারা গিয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল স্ট্রেপ সংক্রমণ। ফ্লুতে আক্রান্ত মানুষ অতি সহজেই স্ট্রেপ্টোকককাস নিউমোনিয়া নামক এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মরণঘাতী এই ব্যাকটেরিয়া ও ফ্লু ভাইরাস মিলে দেহে 'সুপার ইনফেকশন' তৈরি করে, যার কারণে মহামারীতে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ১৯১৮ সালে কোটি মানুষের মৃত্যুর মূল কারণ হিসেবে এখন এই স্ট্রেপ্টোকককাস ব্যাকটেরিয়াকে দায়ী করা হচ্ছে, শুধু ভাইরাসকে নয়। এই তথ্য থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভাইরাসের বিরুদ্ধে ওষুধ কার্যকর না হলেও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য কার্যকর ওষুধ রয়েছে, যার ব্যবহারে যে কোন মহামারী নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

যেসব ভাইরাস পাখিকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে, তা মানুষের শরীরে মহামারী আকারে বিস্তার ও মরণঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি নয়। সেই কারণে বার্ড ফ্লু মহামারীর রূপ নেয়নি। তার মৃত্যুর সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। বার্ড ফ্লু বা সোয়াইন ফ্লুর কারণে মানুষের মধ্যে মহামারী উৎপত্তির জন্য এসব ভাইরাসের পাখি বা শূকর থেকে মানুষের বিস্তারের হার সর্বাধিক ও মরণঘাতী হওয়ার যে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন, তা বাস্তবে ঘটে না।

আরও একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু বা অন্য যে কোন ফ্লুতে আমাদের আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এ সব আতংক সৃষ্টির পেছনে ওষুধ কোম্পানি বা অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহলের উসকানি থাকে। আমরা হয়তো এও জানি না— সোয়াইন ফ্লুর ঘটনা নতুন নয়। ১৯৭৬ সালেও বিশ্বব্যাপী সোয়াইন ফ্লু মহামারী আতংক ছড়ানো হয়েছিল। কিন্তু মহামারী বাস্তবে রূপ নেয়নি। বরং এই মহামারী প্রতিরোধে লাখ লাখ মানুষকে প্রতিষেধক প্রদান করা হয়েছিল, যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও মৃত্যুবরণ করেছিল।

পরিশেষে একটি কথা বলব, ওষুধ দিয়ে কোন মহামারী ঠেকানো যাবে না। সব ধরনের ফ্লু বা রোগের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে সচেতনতা, নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ। তাহলেই শুধু আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারব। এড়াতে পারব সেসব তথাকথিত মহামারী।

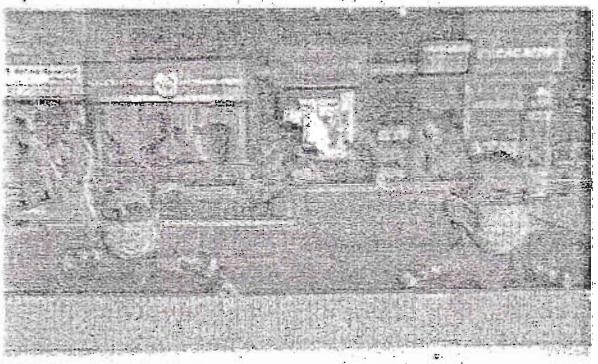

ওষুধ দিয়ে কোন মহামারী ঠেকানো যাবে না। সব ধরনের ফ্লু বা রোগের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। বাড়াতে হবে সচেতনতা, নিতে হবে যথাযথ পদক্ষেপ। তাহলেই শুধু আমরা নিজেকে রক্ষা করতে পারব। এড়াতে পারব সেসব তথাকথিত মহামারী।

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : উপ-উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি
drmuniruddin@ewubd.edu